৭.২.(খ) শক্তির স্বরূপ

শক্তির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'অস্মাৎ পদাৎ অয়ম্ অর্থঃ বোধব্য ইতি ঈশ্বর-সংকেতঃ শক্তিঃ'—**'এই পদ থেকে এই অর্থ বোধিত হোক্'—ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা বা সংকেতই হল শক্তি'**। অবশ্য তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট ঈশ্বরের ইচ্ছাকে (ঈশ্বর-সংকেতকে) শক্তিরূপে গণ্য করলেও দীপিকাতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, **'অর্থ-স্মৃতি অনুকূল পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ'** অর্থাৎ শক্তি হল একটি পদ ও তার অর্থের এমন এক সম্বন্ধ যা ঐ অর্থটিকে স্মরণ করায়। দীপিকায় এপ্রকার ভিন্নমত পোষণ করার কারণ সম্ভবত মীমাংসকদের অভিমতের বিরোধিতা না করা। মীমাংসা দর্শনে বেদোক্তরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ থাকলেও, মীমাংসকগণ জগৎকর্তারূপে ঈশ্বর মানেন না এবং সেজন্য শক্তিকে ঈশ্বর-সংকেতরূপে মানতে পারেন না। সম্ভবত মীমাংসক অভিমত স্মরণে রেখেই অন্নংভট্ট দীপিকাতে শক্তিকে একপ্রকার **'সম্বন্ধ'** বলেছেন, (তা ঈশ্বর-সংকেত' না হতেও পারে) যা স্বীকার করতে মীমাংসকদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

অবশ্য **'শক্তি'**কে **'সম্বন্ধ'**রূপে গণ্য করা গেলেও মীমাংসক অভিমতের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক অভিমতের তত্ত্বগত স্বরূপ সম্বন্ধে পার্থক্য অপনীত হয় না, কেননা মীমাংসক শক্তিকে পদের সহজাতশক্তি বলেন, আর ন্যায়-বৈশেষিক শক্তিকে পদ-বহির্ভূত শক্তি বলেন। মীমাংসক মতে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ পদের সহজাত হলেও তা **পদ থেকে স্বতন্ত্র**। শক্তি যেমন দ্রব্য পদার্থ নয়, তেমনি আবার গুণ পদার্থও নয়। শক্তি হল এক স্বতন্ত্র পদার্থ—**শক্তি পদ নিহিত হলেও তা এক স্বতন্ত্র পদার্থ**—দ্রব্য পদার্থ এবং গুণ পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ। পক্ষান্তরে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় মতানুসারে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ (পদ-পদার্থ-সম্বন্ধ) সাতটি স্বীকৃত পদার্থ* অতিরিক্ত নতুন কোন পদার্থ নয়। শক্তিরূপ সম্বন্ধ পদের সহজাত বা অন্তর্নিহিত কোন কিছু নয়, তা সম্পূর্ণরূপে পদ-বহির্ভূত এবং সংকেত বা ইচ্ছা অনুসারে তা এক একটি পদে আরোপিত হয়।

দীপিকাতে অন্নংভট্ট শক্তিরূপ সম্বন্ধকে 'ঈশ্বর-সংকেত রূপে উল্লেখ না করলেও 'সংকেত'রূপে গণ্য করে বলেছেন, 'ডিত্থাদি-নাম-ইব ----সংকেত এব শক্তিঃ'—' ডিত্থ ইত্যাদি ব্যক্তিবাচক নামের মূলে হল কোন সচেতন পুরুষের ইচ্ছা বা সংকেতরূপ শক্তি'। প্রকৃতপক্ষে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে শক্তিকে 'ঈশ্বর-সংকেতরূপে গণ্য করে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর দীপিকাতে শক্তিকে 'সংকেত এব শক্তি'রূপে গণ্য করে নব্য নৈয়ায়িকদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। **প্রাচীন মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই হল শক্তি, নব্য মতে ইচ্ছাই শক্তি।** অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রচীন মতের উল্লেখ করেও দীপিকাতে নব্যমতের উল্লেখ করার হেতু হল,

* বৈশেষিকদর্শন-সম্মত সাতটি পদার্থ হল—(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব।

ঈশ্বর-সংকেতের পরিবর্তে কেবল **সংকেতের** উল্লেখ করলে 'ইচ্ছা-মাত্রকেই'—সে ইচ্ছা যেমন ঈশ্বরের হতে পারে, তেমনি মানুষের হতে পারে—শক্তিরূপে গণ্য করে আধুনিক শব্দের, নতুন নতুন পরিভাষার, অর্থ ব্যাখ্যা করা চলে—কেবল ঈশ্বর-সংকেতকে শক্তিরূপে গণ্য করলে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ-সৃষ্টি লগ্নের কয়েকটি মাত্র শব্দের জগতে—'চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা' ইত্যাদি শব্দের জগতে, আবদ্ধ থাকতে হয়।

আধুনিক নামবাচক শব্দের পশ্চাতে ঈশ্বর-সংকেত বা ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে না, থাকে ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা। যেমন, কোন সূত্রধর একটি কাষ্ঠ নির্মিত হস্তিবৎ পদার্থ নির্মাণ করে যদি এমন ইচ্ছা (সংকেত) প্রকাশ করেন যে, "হস্তিবৎ পদার্থটি 'ডিত্থ' নামে চিহ্নিত হোক", তাহলে ঐ 'ডিত্থ' নামেই পদার্থটি দর্শকের কাছে পরিচিত হয়। তেমনি, পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুসারে সন্তানের নামকরণ হলে, সেই ব্যক্তিবাচক নামেই (শব্দেই) সন্তানটি অপরের কাছে পরিচিত হয়। তেমনি আবার দেখা যায় যে, বিজ্ঞানী কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করলে অথবা দার্শনিক কোন নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলে বিশেষ কোন নামের দ্বারা সেই তথ্য বা তত্ত্বকে চিহ্নিত করেন এবং পণ্ডিতমহলে সেই সেই নামেই তা পরিচিত হয়। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ ইচ্ছারূপ সংকেতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও সেই ইচ্ছা ঈশ্বরের নয়, মানুষের। এপ্রকার 'ডিত্থ' জাতীয় ব্যক্তিবাচক পদে অথবা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের পারিভাষিক পদে যেমন **শুধু সংকেতই শক্তি**, তেমনি 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রেও ঈশ্বর-সংকেতের পরিবর্তে **শুধু সংকেতকেই** শক্তিরূপে গ্রহণ করা সমীচীন।—এমন অভিমতই প্রকাশ করে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'ডিত্থাদীনামিব...এব শক্তি', 'শক্তি'র স্বরূপ সম্পর্কে অন্নংভট্ট দীপিকাতে নব্যন্যায়মত পোষণ করেছেন। নব্যমতে, 'সংকেতই শক্তি—সেই সংকেত ঈশ্বরের হতে পারে, অন্য কোন চেতন পুরুষেরও—যথা মানুষেরও—হতে পারে।

তাহলে, অন্নংভট্টের মতে, শক্তি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, শক্তি হল ইচ্ছা বা সংকেত। শক্তিকে ঈশ্বর-সংকেত রূপে গণ্য না করে, অথবা অনন্ত মনুষ্যকৃত সংকেতরূপে গণ্য না করে কেবল সংকেতরূপেই গণ্য করা সমীচীন। তাহলে 'সংকেত'ই (ইচ্ছাই) 'শক্তি'। পদ ও পদার্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধই শক্তি। **শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ নয়।**